পর্ব -৩৮

Effect of fishing & Livelihood problem followed by displacement

মৎস্যজীবিদেরজীবনজীবিকায়জলবায়ুপরিবর্তনেরপ্রভাব

দ্যাসায়েন্সকমিউনিকেটরফোরামএরপক্ষে

রাজ্যেশ্বরসাহা

চরিত্র

আঁখিরবাবা : (শিবু) (৪৫) (ভারী কন্ঠস্বর)

আঁখিরমা :(তাপসিব্যানার্জি)(৪২)(সুরেলা মহিলা কন্ঠস্বর)

মেয়ে:আঁখিব্যানার্জি (১৮) (ছাত্রীর সুরেলা কন্ঠস্বর)

দাদাভাই :আদিত্য (১৮) (সুমধুর বাচ্ছা, বাচ্ছা কন্ঠস্বর)

বন্ধু:পুলক, (১৮) (ছাত্রের কন্ঠস্বর)

বন্ধু:স্নেহা,(১৮) (ছাত্রীর কন্ঠস্বর)

বন্ধু:নম্রতা(১৮) (ছাত্রীর সাধারণ কন্ঠস্বর আস্তে আস্তে)

বন্ধু:তন্ময়ী(১৮) (ছাত্রীর কন্ঠস্বর)

কলিংবেলেরআওয়াজ (ওরেগৃহবাসীখোলদ্বারখোল)

আঁখির মাঃ আঁখি, আঁখিএআঁখি

কোথায় গেল বলতো মেয়েটা। দেখতো এখানে আছেনা দেখ তো নেই।আর পারিনা।

আখিঃ এই তো মা ঘরে আছি,

কিবলছো, কিছু শুনতে পাচ্ছিনা দাঁড়াও আসছি,

আখির মাঃ বলছি দেখতো সদর দরজাটা খুলে কে এসেছে?

আঁখিঃ হ্যাঁ,হ্যাঁ দেখছি।

আবার কলিংবেলের আওয়াজ (ওরেগৃহবাসীখোলদ্বারখোল্)

আঁখিঃ যাচ্ছি , যাচ্ছি। (দরজা খোলার আওয়াজ)

ওমাজেঠু, দাদাভাই, ওমাদেখ, দেখ জেঠু, দাদাভাইএসেছে! (আনন্দিতভাবে)

আঁখির মাঃ কেমন আছেন দাদা , কিরে আদিত্য কেমন আছিস?

আসুন দাদা আসুন ,আসুন। (আনন্দিতভাবে)

অবনী জেঠু : হেসে আমিতো ভাবলাম তোমরা হয়তো কোথাও বেড়িয়েছ।

আঁখির মাঃ না ,না দাদা আসলে কি বলুন তো ঘরে রেডিও বাজছিল তো ঐ জন্য বাইরে থেকে কিছু শোনা যাচ্ছে না। আসুন দাদা, আসুন ,হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়েনিন।ঘরে বসুন , আমিএকটু চা জলখাবার নিয়ে আসি। (আবেগ প্রবণ হয়ে)

অবনীজেঠুঃ আঁখি মা এদিকে এসোতো আর এই ব্যাগটা ধরো । আমাকে একটু হালকা করোতো দেখি। (হাহাকরেহাসি)

আঁখিঃ বাব্বা এত্তো বড় ইলিশ মাছ

একদম ফ্রেশ চকচক করছে । (আদুরেগলায়)

আঁখির মা ,ওমা জেঠু কতো বড়ো ইলিশ মাছ এনেছে, দেখ দেখ একবার
(উত্তেজিতগলায়)

রান্না ঘরে চা (করার শব্দ)

আঁখিঃ মা ,কত্তো বড়ো মাছ এনেছে দেখ।

আচ্ছা, একটা কাজ করতো দেখি মাছ দুটোকে বেসিনের পাশে রাখ। আর হাতটা ধুয়ে আয়তো

(বেসিনের কলে জলপড়ার আওয়াজ)

আঁখিঃ হ্যাঁ বলো

আঁখির মাঃ আমি চাটা নিচ্ছি, তুই মিষ্টি আর মুড়ি চানাচুর টা নিয়ে আয়, আমারসাথে সাথে। সাবধানে আয় , রাখ রাখ এই টেবিলের উপর রাখ।

(টেবিলের উপর কাপ প্লেটরাখার শব্দ)

এই নিন দাদা চা নিন, (চা খেতে খেতে)

আঁখিঃ এত্ত বড় ইলিশ মাছ , তাও আবার দু-দুটো জেঠু।

অবনীজেঠুঃ এই আর কি। গতকালই ট্রলার নিয়ে ফিরলাম। তবে এবার খুব ভালো মাছ ওঠেনি ট্রলারে। তাই ম্যানেজারবাবু আমাকে পাঁচটা ইলিশমাছ খেতে দিয়েছিল। আর তখন শিবুর কথা মনে পড়ে গেল। আরে শিবুতো কাঁচাসর্সে বাটা ইলিশের ভাপা খেতে খুব ভালোবাসে।

আঁখির মাঃ তা যা বলেছেন দাদা , ইলিশ মাছ ভাপা হলে আর কিছু চায়না,

নিন দাদা চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আঁখিঃ মা আমিও ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালোবাসি।

আখিঃ মা আমার কিন্তু চারটে মাছ চাই। (আনন্দিত হয়ে)

অবনীজেঠুঃ হ্যাঁ হ্যাঁ মা তোমার জন্যই তো সব ,

অবনী জেঠুঃ বলছি শিবু কোথায় গেল। আজ তো রবিবার,

আঁখিরমাঃ আর বলবেন না দাদা। ও তো রবিবারে আরও ব্যস্ত, তারপর ওর কলেজে সামনের বৃহস্পতিবার একটা সেমিনার আছে ।কি যেন বিষয়ের উপর রে আঁখি? ঐ তো মা ঐ তো হ্যাঁ মনে পড়েছে Effect of fishing & Livelihood problem followed by displacement

মৎস্য জীবিদের জীবন জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব উপর।

অবনীজেঠুঃ হ্যাঁ বেশ কিছুদিন আগে আমাকে ওফোন করেছিল।

ও খবর নিচ্ছিল মৎস্য জীবীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। কতটা পরিমান মাছ উঠছে, তারপর পরিমান কমেছে না কি? এই সব নিয়ে প্রায় ঘন্টা খানেক ধরে ফোন করে কথা বলছিল।

তারপর কি বলতো তাপসী, কদিন ধরে যা গেলো , মানে আমি ফনী ঝড়ের কথা বলছি।

আঁখিরমাঃ আর বলবেন না দাদা , কদিন ধরে ফনী ফনী করে যা গেল উঃ ভয়ঙ্কর বাবা টিভিতে যা দেখছিলাম তো একের পর এক বাড়ির চাল থেকে টেলিফোনের টাওয়ার গাছপালা উপড়ে পড়ার দৃশ্য দেখালাম টিভিতে ঐ কথা মনে পড়লেই কেমন যেন হচ্ছে। সব যেন খেলনা (বিস্মিত ভাবে)

অবনীজেঠুঃতা হলে ভাবো আমাদের অবস্থা ,

আঁখির মাঃ হ্যাঁ দাদা তবে হ্যাঁ বার বার সতর্ক বার্তা পেয়েছিলাম রেডিও তে টিভিতে বার বার সতর্ক বার্তা প্রচার করা হয়েছিল।

আমাদের স্থানীয় প্রশাসন থেকেও বারবার নিষেধ করা হয়েছিল। আমরা কেউ ট্রলার নিয়ে বেড়ইনি

সে কী ঝড়ের তান্ডব উঃ বাবা। (ঝড়ের আওয়াজ)

আঁখিরমাঃ কিরে আদিত্য পাচ্ছিস, কিছুই তো খাচ্ছিস না তুই,

এই হাঁ কর হাঁ কর। আমি তোর গালে দেব। আঁখি তুইও একটা মিষ্টি নে।

আখিঃ আচ্ছা জেঠু আমাকে একটা কথা বলো ঐ যে দ ২৪ পরগনার যে ট্রলার ডুবে গিয়েছিল ঐ ঘটনাটা একটু বলোনা , এইভাবে কত মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে,

আবার কলিং বেলের আওয়াজ (ওরেগ্রিহবাসীখোলদ্বারখোল)

আখিঃ দাঁড়াও জেঠু দেখে আসি মনে হয় তন্ময়ী, স্নেহা, নম্রতা, পুলকএসেছে।,

(আস্তে আস্তে বির, বির করে বলে এগিয়ে চলল।)

আসছি , আসছি (দরজা খোলার আওয়াজ)

আরে আয় স্নেহা , তন্ময়ী, নম্রতা আয় আয়এতো দেরি করলি?

নম্রতাঃ আর বলিস না পুলক কিছু ম্যাগাজিন কিনল সেই জন্যই তো ? এত দেরি।

আখিঃ হ্যাঁ জেঠু যেটা বলছিলে,

অবনীজেঠুঃ দঃ ২৪ পরগনার কানু ওরফে রবীন্দ্রনাথ ওকে চিনি, অনেকদিন আগে থেকেই। সে তার ট্রলারে দশজন মৎস্যজীবীকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল সাগরে।

এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল , ট্রলার এগিয়ে চলছে। তারপর যখন বাংলাদেশের জলসীমার কাছে পৌঁছায়। আর তখনই ঢেউ এর বিপত্তি শুরু আর ঢেউ এর কোন সীমা পরিসীমা নেই। যাকে এক কথায় বলে ঢেউ উথাল পাথাল। (ঢেউএরআওয়াজ)

তারপর সেই ঢেউএ একসময় ট্রলার সব কিছু নিয়ে উল্টে যায়।

তন্ময়ীঃ তারপর জেঠু কি হল?

অবনীজেঠুঃ এদিকে দঃ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন জানায় যে নিখোঁজের তালিকায় অন্যান্যদের সাথে কানুর নামও রয়েছে।

আঁখিঃ তখন জেঠু তাহলে ওনার বাড়ির লোকে আত্মীয়পরিজনদের মনের অবস্থা কেমন বলতো, খুব চিন্তা করছিলেন (হাইনিঃশ্বাস)

তারপর তো জেঠু ওনাকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করা হয়?

অবনীজেঠুঃ (হাই নিঃশ্বাস ফেলে) হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ, তবে চট্রগ্রামের এস আর শিপিং এর জাহাজ এমভি জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন বুধবার বাংলাদেশীয় সময় ১১টায়।

স্নেহাঃ তাঁর মানে তো তখন ভারতীয় সময় অনুসারেআরও আধঘন্টা আগে অর্থাৎ ১০.৩০টা হবে।

অবনীজেঠুঃ এই সময় নাবিকরা হঠাৎ দেখে সেই উত্তাল সাগরে ভাসছেন একজন , তারা দেখেন যিনি ভাসছেন তিনি বেঁচে আছেন। তৎক্ষণাৎ তারা তাদের জাহাজ থেকে বয়া ও লাইফ জ্যাকেট ছুড়ে দেয়। (উত্তেজিত হয়ে)

তখন অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, কানু,। তিনি কোন রকমে লাইফ জ্যাকেটটি ধরতে পারলেও বয়াটি আর ধরতে পারেননি,বয়াটি ভেসে যায়।

তন্ময়ীঃ শুকনো গলায় বলে উঠল জেঠু ততক্ষণে তো বাংলাদেশের তটরক্ষীদের জানানো হয় এই উদ্ধার কাজের কথা

আঁখির মাঃ দাদা আপনার ভাইএর কাছেই শুনেছিলাম যে,তাঁরপর ও বিপত্তি অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার কারনে উদ্ধারকারী জাহাজ এগোতে পারেনি।

অবনীজেঠুঃ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম দিনের পরদিন এর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চলতে থাকে। সাগরের নোনা জলে ভাসতে ভাসতেই কেটেযায় ।দিনের

পরদিন,মাসের পর মাস, বছরের পর বছরও। পড়ে থাকে বৃদ্ধ মা- বাবা, স্ত্রী, সন্তান। শুধু একটাই লক্ষ্য দিনের পরদিন নোনাজলে ভিজে রুপালী ফসলকে জালে তোলা।

স্নেহাঃতারপর জেঠু তারপর?

অবনীজেঠুঃ ততক্ষণে চলে এসেছে পণ্যবাহী জাহাজটার নাবিক, তখন প্রায় দুপুর ১টার মত হবে কানুকে উদ্ধার করার পর ডেকে তোলা হলো।

আখিঃ বাবা এবার যেন একটু স্বস্তি পেলাম, এতক্ষণ কেমন যেন হচ্ছিল মনের ভিতর টা।

(চা খেতে খেতে চায়ের কাপ প্লেটের আওয়াজ।)

উদ্ধারের সময় কানু প্রায় অচেতন ছিল, প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয় ঐ জাহাজেই। নাবিকরাই গরম পোষাক পরিয়ে দেয়, তারপর গরম জল , কফি,খাওয়ানো হয়।

আঁখিরমাঃ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা কি অবস্থা।

শুনলেও যেন কেমন লাগছে, আমরা বুঝতেও পারিনা কতো কঠিন পরিশ্রম করে মাছ ধরেন আপনারা। আর আমাদের সুষম খাদ্যের অন্যতম উপাদানের যোগান দেন,

যাই দাদা, আমি একটু চা বানিয়ে আনি।

অবনীজেঠুঃ তাহলে তাপসী ,আমারজন্য লীকার চা ই দিও।

আঁখিরমাঃ আচ্ছা দাদা

কলিং বেলের আওয়াজ (ওরেগৃহবাসীখোলদ্বারখোল)

আখিঃ যাই মনে হয় বাবা এসেগেছে । (দরজাখোলারআওয়াজ)

তোমার এত দেরি হল বাবা। এদিকে অবনী জেঠু এসেছে। তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে, কিন্তু এখন বলা যাবে না।

শিবুঃ অবনী এসছো নাকি ?

কই? কই? কিরে অবনী ভুলেই গেছিস তো মনে হচ্ছে ?

অবনীজেঠুঃ না রে, তোদেরকে কি আর ভোলা যায় বলতো। কেমন আছিস বল?

ভালো নেই রে। যখন ট্রলার নিয়ে বেরই তখন আর বাড়িতে ফিরতে পারব সেইআশা না নিয়েই বেরোতে হয়।

শিবুঃ হ্যাঁ তা যা বলেছিস, দূষণের কারনে আবহাওয়ার যে চরম অবস্থা দিনকে দিন জলবায়ুর যে পরিবর্তন চলছে সত্যি ভাবনার বিষয়। তাই তো নতুন প্রজন্মের এই পেশার প্রতি আগ্রেহের অবনতি ঘতছে।

নম্রতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন এক জায়গায় পড়ছিলাম এই উষ্ণ সমুদ্র স্রোত নাকি পেরুর উপকূল থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার দূরে প্রভাবিত।

শিবুঃ ঠিক বলেছিস নম্রতা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এইউষ্ণ স্রোত বা 'এলনিনো' মূলত ৩ডিগ্রি দক্ষিন থেকে ৩৬ ডিগ্রি দক্ষিন অক্ষরেখার মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। বিজ্ঞানী ককার সমুদ্র পৃষ্ঠে এই স্রোতের প্রভাব প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন। এই সমুদ্র স্রোতের শুরু বা শেষ কোন নিদিষ্ট সময় ধরে কিন্তু হয় না।

পুলকঃ হ্যাঁ জেঠু আমি কিন্তু একটা ম্যাগাজিনে পরছিলাম ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৬-৮৭, এবং ১৯৯৬-৯৭ সাল নাকি ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়দিনের কাছাকাছি সময়ের এলনিনো প্রবাহিত হয়েছে।

শিবুঃ হ্যাঁ পুলক তুমি একদম ঠিক ঠিক বলেছ, বড়দিনের সময় এই স্রোত প্রবাহিত হয় বলে অনেকে একে শিশু যিশু ও বলে থাকে।

নম্রতাঃ হু, এলনিনো কাকে বলে তো জানলাম কিন্তু মানুষের জীবনে এই এলনিনো কি প্রভাব ফেলে।

শিবুঃ খুব ভাল প্রশ্ন করেছ নম্রতা। জান, এলনিনোর প্রভাবে তো পেরু আর ইকুয়েডরের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এমন কি বন্যাও হয়ে থাকে। যার ফলে মাছেদের প্রচুর ক্ষতি করে। ফলে মাছ চাষে ও ব্যাঘাত ঘটছে।

শিবুঃ এইআঁখি তাজা ইলিশ মাছ ভাজারগন্ধ পাচ্ছি।

আখিঃ হ্যাঁ বাবা, মা ইলিশ মাছ ভাজছে । (দূর থেকে কড়া খুন্তির আওয়াজ আসছে)

জেঠু তোমার জন্য দুটো বড় বড় ইলিশ নিয়ে এসেছ।

শিবুঃ
বিশ্বজুড়ে যে জলবায়ুর পরিবর্তন তার ফলে যত সমস্যা।
পুলকঃ আচ্ছা কাকু ১৯৯২ সালে তো রিওডি জেনেরি বসুন্ধরা সম্মেলন শুরুহয়েছিল।
এই বিশ্বের উন্নয়ন জনিত সংকট নিয়ে।
শিবুঃ হ্যাঁ তুমি একদম ঠিকবলেছ আরএই বৈঠকে ঠিক হয়েছিল।
যে সমস্ত দেশ শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে ,
সুতরাং তারা এখন থেকে নিজেদের দেশে শিল্পক্ষেত্রের এই সমস্ত উষ্ণতা বৈঠক গ্যাস নির্গমনের পরিমাণও ক্রমশঃ কমিয়ে আনবে কিন্তু কি হচ্ছে সভ্যতার সৃষ্টির কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রভাব বিস্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপাচ্ছে।
চরম আবহাওয়ায়সর্বোচ্চ জীবন বিঘ্নিত হয়েছে। প্রানী মানে পশু পাখিদের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রজাতির মাছও অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
এটি তাপ প্রবাহের পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠেছে। দাবানল বৃষ্টিপাত খরা তুষারপাত জলবায়ু মৎস্য উল্লেকযোগ্য হুমকি আসলে আমরাই দায়ী এর পেছনে। কেনো আমরা আবার কি করলাম।
মৎস্যশিকারের উল্লেখযোগ্য হুমকি আসলে আমরাই দায়ী এর পেছনে। কেন আমরা।
আবার কি করলাম ?
আঁখিঃ আমরা তো নএখনো কিছু জিনিসের ব্যবহার করলেই প্লাস্টিক চাইছি ।
পুলকঃ হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের মধ্যেও অজ্ঞতা রয়েছে, দোকানি কাগজের প্যাকেটে জিনিস দিতে চাইলেও অনেক সময় ক্রেতাই তাঁকে প্ল্যাস্টিক ব্যাগ দিতে বাধ্য করেন প্ল্যাস্টিক ব্যাগ ক্ষতিকর নিষিদ্ধ এবং কাগজের

প্যাকেটের চেয়ে দাম বেশি জেনেও সেটাই তিনি ব্যবহার করতে বাধ্য হন।
আর এই প্লাস্টিকের ব্যাগ বিপুল পরিমাণে ব্যবহারের ফলে বিপুল পরিমাণেপ্লাস্টিক বর্জ্য জমা হচ্ছে।
জলাশয় গুলিতে।
ফলে জল তো আর ভূগর্ভে পৌঁছতেই পারছে না। অপর দিকে ভূগর্ভস্থ জলের সঞ্চয় কমে যাচ্ছে।
জলাশয় গুলোতে প্ল্যাস্টিক বর্জ্য জমে জল পচে জলাশয়ের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ফলে ,মাছেদের বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে, মাছ মরে যাচ্ছে ফলে মাছ চাষে প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। যার ফলে তাঁরাও এই মাছ চাষ থেকে ক্রমশ সরে যাচ্ছে।
অবনীজেঠুঃ বাবা অনেক বড় হয়ে গেছে কি সুন্দর করে বলল দেখ।
জীবিকা নির্বাহের জন্য যে মাছ ধরার উপর নির্ভরশীল তাই এই পেশার প্রতি আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। তাই তো অনেকেই জীবিকাকে পাল্টে ফেলেছে ।কিছুজন ইটভাটায় কাজ করছেন,
কেউ বা শহরের বাইরে হোটেলে কাজ নিয়েছেন, কেউ কেউ শহরে চাকরি করছেন এবং কেউ কেউ ট্রেনে হকারিও করছেন।
শিবুঃ আমি দেখেছি কিভাবে বিকাশ ফিশিং ক্ষতি হচ্ছে এই সমস্ত উপকুলীয় গ্রাম সহ সমগ্র বিশ্বে মাছ খাদ্য সরবরাহ উৎপাদন এবং
পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন একটা খাদ্য সুরক্ষা এবং ডায়েটের বহুমুখীকরণের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হচ্ছে।।
বিশেষ করে সমস্ত অফিসার পরিবার ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলি আমাদের দেশে তাদের পায়ের ছাপগুলি প্রসারিত করেছে।
বর্তমানে কিছু অংশে ভারিভারিবৃষ্টিপাত
আবার অন্যদিকে অনাবৃষ্টির কারণে খরা প্রতিফলিত হচ্ছে।
আসাম গুজরাট কেরলায় বন্যা নাগরিকজীবনকে অবশ করেদিয়েছে।
আমাদের মতো জীবনের উপকরণ জলবায়ু পরিবর্তনের শারীরিক এবং জৈবিক প্রভাব গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলজ পরিবেশের বায়োলজিক্যাল বৈশিষ্ট্যএবংপরিবর্তনে বাস্তুতন্ত্রেরউপর উল্লেখযোগ্য প্রভাবফেলেছে।
অবনী জেঠুঃ আমাদের জলে আগেকিছুপ্রজাতির মাছদেখা যেত
এখনকার দিনে আর দেখা যায় না ।তার মানে বেশ কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়।
আমার বেশ মনে আছে সেই তিন চোখ মাছ দেখা যেত।
স্নেহাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমরাও দেখেছি।
আমরা তো ছোটবেলায়বলতাম ডেমরে চোখো মাছ বলতাম।কিন্তু সেই ডেমরে চোখো মাছ আজ আর নেই
বর্তমানে উষ্ণায়নের ফলে তাপীয় প্রসারণ এবং হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাওয়ায়
সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধিপাচ্ছে । আর তারসাথে সাথে সমুদ্রের অম্লতা বৃদ্ধি পাবে ফলে স্থানীয়,আঞ্চলিক এবং সারা বিশ্ব জুড়ে তা প্রভাবিত হবে।
এগুলোর মধ্যে রয়েছে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ,সমুদ্রের লবণাক্ততা এবং
অম্লীকরণ এর পরিবর্তন।
ফলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের জীবন জীবিকার সংগ্রাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।
তারা মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে সাগরের নোনা জলে ভাসতে ভাসতেই কেটে যায় দিনের পর দিন , মাসের পর
শুধু একটাই লক্ষ্য দিনের পর দিন নোনা জলে ভিজে রুপালী ফসলকে জালে তোলে।
শিবুঃ কিন্তু পরিস্থিতি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা অত্যন্ত জরুরী পরিবেশ গত কারনে পৃথিবীর বুকে যে ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে তার অন্যতম শিকার হচ্ছি আমরাই এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মই।
সবাই একসাথে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম (সহমত জানাল)

আঁখির মাঃ দাদা ,এখন কিন্তু একটু ব্রেক দিতে হবে কিন্তু, আমার ইলিশ মাছ ভাজা আর চা রেডি।
আঁখিঃ তুই একটু আমার সাথে আয়। শোন তুই মাছ ভাজাটা নে আমি চা টা নিয়ে নিই।
অবনী জেঠুঃ ঘর পুরো ইলিশের গন্ধে ম ম করছে।
আঁখির মাঃ পুলক, তন্ময়ী, নম্রতা , স্নেহা , নাও
আখিঃ দাদা ভাই তুমিও নাও
শিবুঃ আমাকে আর অবনীকে আর একটা করে দাও।রবিবারের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে। (হাহা করে হাসি)